কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৩ মে, ২০১৮ ২২:৪৯

মাগুরা

চেয়ারম্যানের করাত স্কুলের গাছে

মাগুরা সদর উপজেলার চেঙ্গারডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বর থেকে কয়েকটি গাছ কেটে ফেলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহব্বত আলী। ছবি : কালের কণ্ঠ

শিক্ষকদের দাবি, গাছগুলো বিদ্যালয়ের। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা টিফিনের সময় এখানে বিশ্রাম নেয়। মাঝেমধ্যে গাছের ছায়াতলে চলে ক্লাস ও খেলাধুলা। কিন্তু স্থানীয় চেয়ারম্যান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ৩২ বছর বয়সী তিনটি গাছ কেটে ফেলেছেন, যা নিয়ে এলাকাবাসী ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এই ঘটনা মাগুরা সদর উপজেলার চেঙ্গারডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এই বিদ্যালয় চত্বরে থাকা দুটি বাবলা ও একটি রেইনট্রি গাছ গত সপ্তাহে কেটে ফেলেছেন স্থানীয় বেরইল পলিতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহব্বত আলী। গাছ তিনটির দাম অন্তত দেড় লাখ টাকা বলে দাবি করেছে স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে শিক্ষক বিভাবতী রায় জানান, ১৯৮৬ সালে তিনি এ স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন। সে সময় অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে এ গাছগুলো লাগিয়েছিলেন। গরমের দিনে এই গাছের নিচে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করে। পাশাপাশি বিশ্রাম নেয় ও খেলাধুলা করে। বিদ্যালয়ে গত ৩ মে থেকে ৫ মে এই তিন দিন গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল। এর মধ্যেই স্থানীয় বেরইল পলিতা ইউপি চেয়ারম্যান মহব্বত আলী ওই গ্রামের বিদ্যুৎ রায় নামের এক আওয়ামী লীগকর্মীকে দিয়ে গাছগুলো কেটে ফেলেন। কাটা গাছগুলোর মধ্যে বাবলাগাছ দুটি বিদ্যুৎ রায় সরিয়ে ফেলেছেন। রেইনট্রি কড়াইগাছটি অনেক বড় হওয়ায় ও পুলিশি বাধার মুখে নিতে পারেননি। গাছ তিনটি কেটে ফেলায় বিদ্যালয় চত্বর ছায়াহীন হয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুর আলী বিশ্বাস বলেন, ‘গ্রীষ্ম উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ঘটনার এক দিন পর এলাকাবাসীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারি। পরে তাৎক্ষণিকভাবে আমি বিষয়টি সদর থানায় জানাই। পরদিন পুলিশ এসে একটি গাছ জব্দ করে। বাকি দুটি গাছ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি অসিত কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকদের না জানিয়ে প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মহব্বত আলী তাঁর লোক দিয়ে গাছগুলো কেটেছেন। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।’ এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বেরইল পলিতা ইউপি চেয়ারম্যান মহব্বত আলী বলেন, ‘গাছগুলো স্কুলের নয়। স্কুলের পাশ দিয়ে নতুন রাস্তা করার প্রয়োজন। তাই গাছগুলো কাটা হয়েছে।’ সরকারি অনুমোদন ছাড়া গাছ কাটার কারণ জানতে চাইলে মহব্বত আলী বলেন, ‘সরকারি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয় ভেবে আমি বিদ্যুৎ রায়কে মৌখিকভাবে অনুমতি দিয়েছিলাম গাছগুলো কাটতে। গাছ বিক্রির টাকার সঙ্গে আরো কিছু টাকা মিলিয়ে স্কুলের সীমানাপ্রাচীর করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।’

আওয়ামী লীগকর্মী বিদ্যুৎ রায় বলেন, ‘বিক্রির জন্য চেয়ারম্যান গাছগুলো কাটতে বলেছিলেন, তাই কেটেছি। আমি সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকি। এ কারণে তাঁর কথায় গাছ কেটেছি।’ বেরইল পলিতা পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফজলুর রহমান বলেন, ‘প্রধান শিক্ষকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৬ মে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি গাছ জব্দ করেছি। অন্য দুটি গাছ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।’ মাগুরা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সুফিয়ান বলেন, ‘ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com